গঠনমূলক কর্মসূচি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই এই মন্ত্র উচ্চারণের কথা বলে স্বদেশি আন্দোলনে সবাইকে নিয়োজিত করেন—"১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত তাঁর 'স্বদেশিসমাজ' শীর্ষক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি জাগরণের উদ্দেশে গঠনমূলক কর্মসূচির রূপরেখা দেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের পর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই মন্ত্রই হয়ে ওঠে গোটা বাংলার ধর্ম।" উপন্যাসেও স্বদেশি আন্দোলনের এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এমনকি স্বদেশি আন্দোলনের বিশিষ্ট বক্তাদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখকের ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যা থেকেও তাঁর ইতিহাস প্রীতির পরিচয় মেলে—

> উত্তর কলকাতার পশুপতি বোসের বাড়ির মধ্যের সভা, প্রধান বক্তা রবি ঠাকুর। মধ্য কলকাতায় আপার সার্কুলার রোডে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠার সভা, প্রধান বক্তা আনন্দমোহন বসু—আর পশ্চিম কলকাতার সভা টাউন হলে, প্রধান বক্তা—সুরেন বাড়ুজ্জে, বিপিন পাল আর রাসবিহারী বসু।

উপন্যাসে এরকম বিভিন্ন সভা সমিতির উল্লেখ, দেশনায়কদের ভূমিকা, তাঁদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা, সমকালীন জনসমাজের কাছে যে অমৃতবাণী হয়ে উঠেছিল—এসব প্রসঙ্গকে লেখক এড়িয়ে যাননি। স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারে আপামর জনসাধারণ ভেসে গিয়েছিল। ইতিহাসে এর অনেক পরিচয় রয়েছে। তবে স্বদেশি আন্দোলনের ভিত্তিতে বয়কট, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, শাসকগোষ্ঠীকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুললেন। তার প্রতিবাদে বাংলার একদল যুবক অহিংসার পথ ত্যাগ করে সহিংস ও রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করলেন, যারা ইতিহাসে চরমপন্থী দল হিসেবে পরিচিত। উপন্যাসে লেখক এই পরিস্থিতিরও যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন—"তারা ভাবে বয়কট করে কোনো কাজ হবে না, ইংরেজ রাজ্য ওতে টলবে না, চাই রক্তপাত। রক্ত দিতে হবে, রক্ত নিতে হবে।" এমনকি বয়কটকে কেন্দ্র করে যে শপথ নেওয়া হয়েছিল, বিলিতি দ্রব্য বর্জন করতে হবে, এই প্রতিবাদ সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করেছিল, এর প্রমাণ কথাকার রেখেছেন উপন্যাসে—"ধোপা নাপিত কামার কুমোর সবাই মিলে ধর্মঘট করে শপথ করেছে যার বাড়িতে বিলিতি জিনিস তাদের কাজ করবে না।"

এই আন্দোলন দেশময় এক জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিল। বস্তুত সাম্য, মৈত্রী, একতার বাণী শুনিয়েছিল। স্বদেশি আন্দোলনের বয়কটকে কেন্দ্র করে অহিংস ও সহিংস মতবাদের কথা সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছিল। উপন্যাসে লেখক সেই সময়কালের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। শচীন অহিংস দলের সমর্থক আর সুশীল সহিংস দলের সমর্থক। সুশীল দলের কথা মতো ইংরেজ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করার অপরাধে জেলে যায়। শেষপর্যন্ত জেল থেকে মুক্তি না পেয়ে আত্মহত্যা করে—"তার মন বিস্বাদ বিরক্ত হয়ে অবশেষে বিদ্রোহ করে উঠল। এ কাদের নাগপাশে সে বদ্ধ করেছে নিজেকে। মনে হলো দীক্ষা গ্রহণ করাটাই ভুল হয়েছে।"

লেখক সমকালীন পরিস্থিতিকে বাস্তবসম্মত করতে ঐতিহাসিক পরিবেশকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু চরিত্র নির্বাচনে নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখেছেন। ফলে পরিবেশকে আরও সজীব করতে অনেক অনৈতিহাসিক চরিত্রের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল যার মধ্যে ইংরেজ তোষণ ছিল, যে কিনা মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন করেছেন, হরিপদ উকিলের দ্বিচারিতা, গঙ্গারামের জ্বালাময়ী বক্তৃতা এসব চরিত্রেরা ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এছাড়া 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসটিকে ইতিহাস সমৃদ্ধ করতে, উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ঐতিহাসিক চরিত্র ও বিভিন্ন ঘটনা। সুরেন বাড়ুজ্জে, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, শশধর তর্কমণি, রবিঠাকুর প্রমুখ। এছাড়া 'ডন' পত্রিকার অফিসে সতীশ মুখুজ্জ্যে, রাধা কুমুদ, রবীন্দ্র নারায়ণ,

Scanned with AnyScanner

বিনয় সরকার প্রমুখ। ফলে ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক চরিত্র উপন্যাসে একাকার হয়ে গেছে। আর ঘটনাধারার বিবৃতি থেকে জানা যায় অহিংস ও সহিংস দুটি গোষ্ঠী হওয়ায় নানাবিধ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনকে সহ্য করতে না পেরে দেশকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে সহিংস দল এগিয়ে গেছে। দেশময় ছড়িয়ে পড়ে গুপ্তসমিতি, খুনের দায়ে জেল খাটা, আত্মহত্যা করা, নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ। উপন্যাসের শেষে দেখা যায়—শচীনের দীক্ষা, যজ্ঞেশ্বরের আমূল পরিবর্তন, সুনীলের ভয়ংকর পরিণতি। লেখক উপন্যাসে 'বয়কটে'র সুফল ও কুফল দু'দিকেরই আলোচনা করেছেন দক্ষতার সঙ্গে।

ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়ে। লর্ড কার্জন শেষপর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' রদের ঘোষণা করেন। কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এমনকি রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। উপন্যাসে সরাসরি 'বঙ্গভঙ্গ' রদের উল্লেখ নেই, তবে কাহিনির শেষের বিবৃতি থেকে রদের ইঙ্গিত ঘোষিত হয়েছে একথা বোঝা যায়। শচীন ও রুক্মিণীর দাম্পত্য জীবন, সুনীলের আত্মহত্যা, যজ্ঞেশ্বরের ও অবিনাশের পারিবারিক জীবনে স্বদেশি আন্দোলন ঢুকে পড়া। ঔপন্যাসিক অতি দক্ষতার সঙ্গে এই কল্পিত চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসকে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে তাতে তাঁকে 'ইতিহাসবিদ' এই আখ্যা দিলে কোনও ভুল হয় না। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্য লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাকে আরও বাড়িয়ে দেয়—

> লেখক কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে মোটেই সীমিত করে দেখেননি। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সূচনা বা ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদের মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে দেখেননি। তিনি বঙ্গভঙ্গকে দেখেছেন একটি সুবৃহৎ কর্মকাণ্ডের প্রথম ধাপ হিসাবে, একটি দীর্ঘ কার্যকারণ পরম্পরার সূচনা হিসেবে। এভাবে দেখা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয় এবং মানতেই হবে, এভাবে দেখলে লেখকের সঙ্গে তর্কের খুব বেশি অবকাশ থাকে না।

উপন্যাসকার 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসটিকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক উপকরণকে যথাযথ ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলতে পারেননি। তিনি ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে দিনাজশাহির দুটি পরিবারকে মিলিয়ে পরিবেশন করেছেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁর গুরুদেবপন্থী ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিশ্বকবি সহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতি ছিলেন না, তাই 'ঘরে বাইরে'-তে এর পূর্ণ সমর্থন নেই। উপন্যাসকার এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে দিনাজশাহির (দিনাজপুর ও রাজশাহী মিলিয়ে) দুটি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে রাজনৈতিক ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। বঙ্গভঙ্গের সমকালের নানা সভা সমিতি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি দিয়ে কাহিনিকে সমৃদ্ধ করেছেন। উপন্যাসের ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের যে চিত্র তা পুরোপুরি ইতিহাস সমৃদ্ধ। উপন্যাসে ইতিহাসের সময়, কাল, পরিস্থিতি ও বাস্তব জীবনের ঘটনাধারা, এই সবমিলিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসকে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস বলা যায়।

তথ্যের সন্ধানে

১. প্রণব রঞ্জন ঘোষ : 'প্রমথ নাথ বিশী : লক্ষ্য ভারততীর্থ'
২. প্রমথ নাথ বিশী : 'বঙ্গভঙ্গ' (উপন্যাস)
৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'পলাশী থেকে পার্টিশান'
৪. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : 'কথা সাহিত্য পত্রিকা' চৈত্র ১৩৮৬

Scanned with AnyScanner